তারিখ: 12 JUL 2017
পৃষ্ঠা: 2 6 কলাম: 8

যুগান্তর

ঢাবির ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ

যোগ্যতা নেই, তবু নিয়োগের সুপারিশ

মাহমুদুল হাসান নয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগে শর্ত শিথিল করে ৬ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এদের কেউই শিক্ষক হওয়ার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন নন। এছাড়া বিভাগটিতে বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত দু'জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে— যা সিন্ডিকেটে গৃহীত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগ রয়েছে, নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষেত্রেও চাতুর্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

ছয়জনের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত ২ জন

শিক্ষক নিয়োগের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'দুটি স্থায়ী প্রভাষকের পদ পূরণের জন্য এবং ছুটিজনিত শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন অস্থায়ী প্রভাষক নিয়োগের জন্য রেজিস্ট্রারের দফতর হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট শূন্য পদের স্থলে আরও দুইজন অস্থায়ী প্রভাষক নিয়োগ করা যাইতে পারে।'

বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের যোগ্যতা প্রসঙ্গে বলা হয়, 'প্রার্থীদের অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিষয়ে চার বছর মেয়াদি বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রিধারী হইতে হইবে এবং উভয় পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.৭৫ সহ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৪.২৫ থাকিতে হইবে। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যাইতে পারে। অন্যান্য যোগ্যতা সমান থাকিলে উচ্চতর ডিগ্রিধারীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাইতে পারে।' সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপনে এভাবে শর্ত শিথিলের বিষয়টি ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম

যোগ্যতা নেই, তবু নিয়োগের সুপারিশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ থাকে না। অনুষদের প্রভাবশালী এক শিক্ষকের কন্যাকে নিয়োগ দিতেই তা এভাবে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের একটি অংশের। বিভাগীয় সূত্র জানায়, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৫ জন আবেদন করেন। বিভাগের 'সিঅ্যান্ডডি কমিটি' ১২ জনের নাম পাঠায় সিলেকশন বোর্ডে। ১৫ জুন সিলেকশন বোর্ডের সভা বসে। সেখান থেকে ৯ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। অথচ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭ জনকে নেয়া যেতে পারে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে গৃহীত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ২০১৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত হয়, 'এখন হইতে সকল বিভাগ/ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত একজনের বেশি নিয়োগ করা যাইবে না। বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিয়োগের বিষয়ে সিঅ্যান্ডডি কমিটির সুপারিশ সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই পাঠাইতে হইবে।' অথচ এখানে সে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, যাদেরকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে স্থায়ী প্রভাষক পদ পূরণের জন্য দুইজন (হাজেরা আক্তার ও ফাহমিদা মুস্তাফিজ) এবং অন্যদের মধ্যে অনামিকা দত্ত ছাড়া অন্য ৬ জনই নিয়োগের শর্ত পূরণ করছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৭৫ থাকতে হবে। এ ছয় জনের তা নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিভাগের চেয়ারম্যান ও সিলেকশন কমিটির সদস্য মো. রকিব উদ্দিন ভূঁইয়া যুগান্তরকে বলেন, 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো বিশাল জায়গা। পুরো জায়গায় যদি আপনি পলিসি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন তাহলে তো কঠিন হয়ে যাবে। অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে, তাই আমরা শর্ত শিথিল করি। আর বিজ্ঞাপনেই শর্ত শিথিলের বিষয়টি উল্লেখ ছিল।'

এ বিষয়ে সিলেকশন কমিটির সদস্য ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'এটি গোপন বিষয়। এ বিষয়ে কথা বলা যাবে না। সিন্ডিকেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।' বিষয়টি সম্পর্কে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সিলেকশন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনকে ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, 'ওই বিভাগটিতে অনেকদিন পরে নিয়োগ হবে। এরই মধ্যে অনেকগুলো ব্যাচ বের হয়ে গেছে। যেখানে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে। আমরা তাদের সুযোগ দিতে চাই। যেহেতু ভালো ভালো ছেলেমেয়ে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে পারছেন না, তাই বিভাগ থেকে শর্ত শিথিলের কথা বলা হয়েছে।' বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিয়োগ কেন? জবাবে তিনি বলেন, 'আমি যদি ভালো কাউকে পাই এবং তাকে প্রোভাইড করতে পারি তাহলে অতিরিক্ত নিলে ক্ষতি কী? যদি জায়গা খালি থাকে, যোগ্য প্রার্থী পাই— তাহলে তো নিতেই পারি।' সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানালে তিনি বলেন, 'সিন্ডিকেটে আমরা আইন করি একটা ডিসিপ্লিনের জন্য। যদি সেই আইন ভঙ্গ করি, তাহলে সেটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই করা হয়।'এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, শর্ত পূরণ না করার পরেও কাউকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। সিলেকশন কমিটি এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবে। বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, যদি পদ খালি থাকে, তবে বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।